শিক্ষার অধিকার (Right to Education)

ভারতের সংবিধানে (41, 45 এবং 46 ধারা) বালক-বালিকাদের 14 বছর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের কথা বলা থাকলেও আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার 74.4 শতাংশ (জনগণনা, 2011)। এই হার অবশ্য সব রাজ্যে সমান নয়।

2002 সালে সংবিধান সংশোধন করে 6 থেকে 14 বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং একটি নতুন ধারা (21A) সংবিধানে সংযোগ করা হয়েছে। ঐ ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র যেভাবে আইন প্রণয়ন করে নির্ধারণ করবে সেইভাবে রাষ্ট্র ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়স্ক সকল শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করবে ("The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the state may, by

Scanned with CamScanner

law, determine.")। এছাড়া, 45 ধারাতে (86তম সংশোধন, 2002) বলা হয়েছে যে ছয় বছরের নীচে শিশুদের যত্ন ও শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সংবিধানে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করার জন্য 2009 সালে শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) সংসদে পাশ করানো হয়। এই আইন এবং প্রারম্ভিক শিক্ষার (Pre-school) ব্যবস্থা 2010 সালের এপ্রিল মাসে কার্যকরী হয়। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হল সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রদান করা। তাছাড়া, এই আইনে (2010 সাল) শিশুদের বিনা বেতনে শিক্ষা পাওয়ার আইনসঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আইন বাস্তবায়িত করা সরকার, পৌরসভা-পঞ্চায়েত, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের দায়িত্ব (Responsibilities of Governments, Local authorities, School and Teachers)। এই আইনের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য খুজে পাওয়া যায় 'সর্বশিক্ষা অভিযান' কর্মসূচীর মধ্যে। এটা একটি অন্যতম জনকল্যাণকর প্রকল্প প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য। এই ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা হয়েছে একযোগে রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায়। সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচীর লক্ষ্য কর্মসূচী ও strategy-র সঙ্গে সমন্বয় করে "শিক্ষার অধিকার" আইন প্রণীত হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রত্যেক শিশুর অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আছে। "অবৈতনিক শিক্ষা" (free education) বলতে বোঝায় কোন শিশু ও তার পিতামাতাকে শিশুর পড়াশুনার জন্য কোন ব্যায় বহন করতে হবে না। একইভাবে, বাধ্যতামুলক শিক্ষার (compulsory education) অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব প্রত্যেক শিশুখাতে বিনাবেতনে প্রাথমিক শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করা এবং বাধ্যতামূলকভাবে ঐ শিশুখাতে প্রবেশাধিকার পায় তার ব্যবস্থা এবং এলাকায় উপযুক্ত পরিকাঠামোসহ স্কুলের ব্যবস্থা করা। সরকারকে এটাও দেখতে হবে যাতে কোন শিশুর প্রতি কোন কারণে বৈষম্য প্রদর্শন করা না হয়।

শিক্ষার অধিকার আইনে স্থানীয় সরকার যেমন পৌরসভা ও প্রঞ্চায়েত-এর উপরও কিছু দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হল এলাকায় বিদ্যালয়ের (neighbourhood school) ব্যবস্থা করা, এলাকায় বসবাসকারী চৌদ্দ বছর পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের নাম রেকর্ড করা, এদের স্কুলে ভর্ত্তি ও হাজিরা সুনিশ্চিত করা যাতে করে প্রত্যেক শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে বিনাবেতনে শিক্ষা প্রদান করা যায়। একইসঙ্গে প্রত্যেক বাবা-মায়ের দায়িত্ব তার শিশুকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করানো।

শিক্ষার অধিকারকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই আইনে বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের উপর কিছু দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক স্কুলকে প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যার

Scanned with CamScanner

শতকরা কুড়ি ভাগ দুর্বল শ্রেণী এবং সুযোগ-সুবিধা থেকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে ভর্ত্তি করতে হবে এবং বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে। আর কোন ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে কোন অর্থ সংগ্রহ করা যাবে না এবং ভর্ত্তির সময় কোন বাছা-বাছি করা যাবে না। আবার কোন ছাত্রকে কোন ক্লাসে আটকে রাখা যাবে বা স্কুল থেকে বিতাড়িত করা যাবে না। আরও বলা হয়েছে যে সরকার বা পৌরসভা বা পঞ্চায়েতের অনুমতি ছাড়া কোন বিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে না এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়োগ করতে হবে।

প্রারম্ভিক শিক্ষা (Pre-School Education)

শিক্ষাকে সার্বজনীন করার একটা বড় সমস্যা হল প্রারম্ভিক শিক্ষার সুযোগ না থাকা বা কম থাকা। সেকারণে শিক্ষার অধিকার আইনে তিন বছরের উপর বয়স এমন শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে যাতে করে এইসব শিশুরা ছয় বছর বয়সে প্রাথমিক স্কুলে পড়ার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

পাঠ্যসূচী (Curriculum)

প্রকল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমতা আনার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্থাকে দায়িত্ব দিতে হবে। ঐ সংস্থা যখন পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করবেন তখন সংবিধানে উল্লিখিত মূল্যবোধ (values), শিশুর সর্বাঙ্গীন উন্নতি এবং শিক্ষাদানের মাধ্যম প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

অর্থ (Finance)

শিক্ষার অধিকার কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করার দায়িত্ব যৌথভাবে কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের। কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে আর্থিক অনুদান রাজ্যকে সরবরাহ করবে। এটাও আশা করা যায় যে অর্থ কমিশন (Finance Commission) বিচার বিবেচনা করবেন কিভাবে রাজ্যগুলি অতিরিক্ত আয়ের উৎস প্রদান করা যায়।

উপসংহার

শিশু শ্রমিক বিলোপ করা হয়েছে এবং স্কুলে 'মিড ডে মিল'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবছর প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার বেড়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, খাদ্যের অধিকার এবং জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন কর্মসূচী। আশা করা যায়, সমাজে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসবে অদূর ভবিষ্যতে।

Scanned with CamScanner